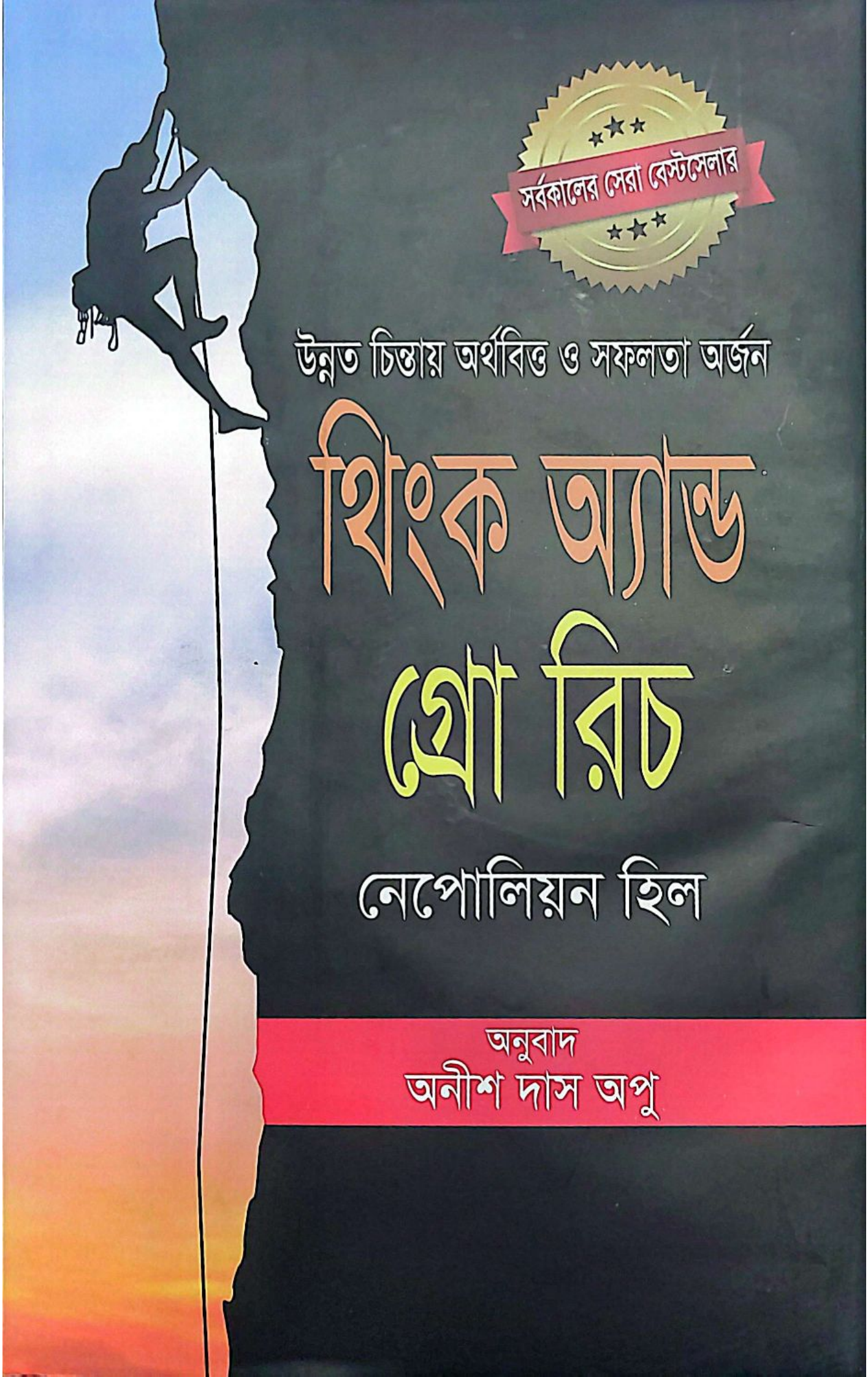

উন্নত চিন্তায় অর্থবিত্ত ও সফলতা অর্জন

থিংক অ্যান্ড গ্রো রিচ

নেপোলিয়ন হিল

অনুবাদ
অনীশ দাস অপু

সর্বকালের সেরা বেস্ট সেলার

থিংক অ্যান্ড গ্রো রিচ

উন্নত চিন্তায় অর্থবিত্ত ও সফলতা অর্জন

নেপোলিয়ন হিল

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

মুক্তদেশ
মুক্তচিন্তার সৃজনশীল প্রকাশন

সূচি

লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ১৫

এক–সূচনা : চিন্তার শক্তি ২১

সোনা থেকে তিন হাত দূরে ২৩

দুই–আকাঙ্ক্ষা : সকল অর্জনের সূচনা বিন্দু ৩০

প্রতিটি ব্যর্থতার মাঝে লুকিয়ে থাকে সাফল্যের বীজ ৩৪

তিন–বিশ্বাস : আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধি ও দর্শনের জন্য আস্থা/বিশ্বাস ৪২

কীভাবে বিশ্বাস গড়ে তুলবেন ৪২

আত্মবিশ্বাসের ফর্মুলা ৪৪

শত কোটি টাকার একটি বক্তব্য ৪৮

ধন-সম্পদ আরম্ভ হয় চিন্তা থেকে ৫৭

চার–অটো সাজেশন : অবচেতন মনকে প্রভাবিত করার মাধ্যম ৫৮

নির্দেশনাবলির সারাংশ ৬০

পাঁচ–ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিংবা পর্যবেক্ষণ ৬৩

বিশেষজ্ঞদের বেশি খোঁজা হয় ৬৭

'শিক্ষানবিস' প্রস্তাব ৬৭

ছয়–কল্পনা শক্তি : মনের কর্মশালা ৭৩

কল্পনার দুটি রূপ ৭৩

কিভাবে কল্পনার বাস্তব ব্যবহার করবেন ৭৫

যদি আমার এককোটি টাকা থাকতো তবে আমি কী করতাম? ৭৭

সাত–সংগঠিত পরিকল্পনা : আকাঙ্ক্ষাকে স্ফটিকস্বচ্ছ করে তোলা ৮৫

নেতৃত্বের প্রধান গুণ ৮৮

নেতৃত্বে ব্যর্থতার ১০টি কারণ ৮৯
চাকরি : চাকরির আবেদনপত্রে যেসব তথ্য থাকা প্রয়োজন ৯৩
আপনার আকাঙ্ক্ষিত পজিশনটি কীভাবে পাবেন? ৯৫
আপনার QQS রেটিং কেমন? ৯৬
ব্যর্থ হওয়ার ত্রিশটি প্রধান কারণ ৯৭
নিজেকে উদ্ভাবন করুন! নিজেকে জানতে ২৮টি প্রশ্ন ১০৭
নিজেকে উদ্ভাবন করুন! আত্মবিশ্লেষণমূলক প্রশ্নাবলি ১০৮
একজন কোথায় ও কীভাবে ধনী হওয়ার সুযোগগুলো পাবে? ১১১
মানব মন উদ্দীপনার প্রতি সাড়া দেয়! ১১২
আট–সিদ্ধান্ত : ধনী হওয়ার সপ্তম পদক্ষেপ ১১৫
স্বাধীনতা অথবা মৃত্যুতে সিদ্ধান্ত ১১৭
নয়–অধ্যবসায়/ধৈর্য : বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা ১১৯
ধৈর্য নিয়ে আসবে সাফল্য ১২০
ধৈর্যের অভাবের লক্ষণসমূহ ১২২
ধৈর্যের উন্নতি ঘটাবেন কীভাবে ১২৫
শেষ মহানবি : টমাস সার্জের রিভিউ ১২৬
দশ–মাস্টার মাইন্ডের ক্ষমতা : চালিকা শক্তি ১২৮
ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে 'প্রতিভাবান' গঠিত হয় ১২৯
ধনি হওয়ার বিজ্ঞানসম্মত সারসংক্ষেপ ১৩৫
এগারো–সেক্স ট্রান্সমিউটেশনের রহস্য ১৩৮
দশটি মানসিক উদ্দীপক ১৩৯
জিনিয়াস তৈরি হয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্বারা ১৪০
পুরুষরা কেন কদাচিৎ চল্লিশের আগে সফল হয়? ১৪০
বারো–অবচেতন মন : সংযোগ স্থাপনের লিংক ১৪৯
দিনরাত কাজ করে অবচেতন মন ১৪৯

সাতটি প্রধান ইতিবাচক আবেগ ১৫২
সাতটি প্রধান নেতিবাচক আবেগ ১৫৩
তের–মস্তিষ্ক : চিন্তা গ্রহণ এবং প্রেরণের স্টেশন ১৫৫
চৌদ্দ–ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় : জ্ঞানের মন্দিরের দরজা ১৫৮
অটো-সাজেশনের মাধ্যমে চরিত্র গঠন ১৫৯
বিশ্বাস বনাম ভয় ১৬৫
পনেরো–ভয়ের ছয়টি ভূতকে কীভাবে তাড়াবেন? ১৬৬
ছয়টি মূল ভয় ১৬৬
দারিদ্র্যের ভয় ১৬৭
দারিদ্র্যের ভয়ের লক্ষণসমূহ ১৬৯
টাকা কথা বলে ১৭০
মহিলারা হতাশা লুকিয়ে রাখে ১৭১
সমালোচনার ভয় ১৭১
সমালোচনার ভয়ের লক্ষণ ১৭২
রুগ্ন বা ভগ্ন স্বাস্থ্যের ভয় ১৭৩
রুগ্ন বা ভগ্ন স্বাস্থ্যের লক্ষণসমূহ ১৭৫
প্রেম-ভালোবাসা হারানোর ভয় ১৭৬
ভালোবাসা হারানোর ভয়ের লক্ষণ ১৭৭
বুড়িয়ে যাওয়ার ভয় ১৭৭
মৃত্যু ভয় ১৭৮
মৃত্যু ভয়ের লক্ষণ ১৭৯
বয়স বেড়ে যাওয়ার ভয় ১৮০
শয়তানের কর্মশালা ১৮২
নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে কীভাবে রক্ষা করবেন নিজেকে? ১৮৩
আত্মবিশ্লেষণ পরীক্ষার প্রশ্ন ১৮৪
সুপ্রাচীন যদি দ্বারা মোড়ানো সাতান্নটি বিখ্যাত অজুহাত ১৮৯

যা কিছু অভিজ্ঞতার গল্প : কংগ্রেস সদস্যের চিঠি ১৯৩
মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলো সে ১৯৫
আমার যদি মিলিয়ন ডলার থাকতো, তাহলে আমি কী করতাম? ১৯৬
স্বাধীনতা অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণে মৃত্যু ২০০
বিশ্বসেরা কিছু আত্মোন্নয়ণমূলক বইয়ের তালিকা ২০৬

অধ্যায় ॥ এক

সূচনা

চিন্তার শক্তি

ত্রিশ বছর আগে এডুইন সি. বার্নেস আবিষ্কার করেন মানুষ যে সত্যি ভাবে এবং সমৃদ্ধি লাভ করে, কথাটি কতটা সত্যি। তবে তাঁর এ আবিষ্কার এক বসাতে আসেনি। অল্প অল্প করে তিনি বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন, শুরু করেছিলেন বিখ্যাত এডিসনের ব্যবসায়ী সহযোগী হওয়ার তীব্র বাসনা নিয়ে।

বার্নেসের আকাঙ্ক্ষা বা বাসনার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সুনির্দিষ্ট। তিনি এডিসনের সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলেন, তাঁর জন্য নয়। যখন এই আকাঙ্ক্ষা বা ইমপালস (তাড়না) তাঁর মনের মধ্যে প্রথম খেলে যায়, এটিকে নিয়ে কাজ করার মতো অবস্থানে তিনি ছিলেন না। তাঁর সামনে দু'টি কঠিন সমস্যা ছিল। প্রথমত মি. এডিসনের সঙ্গে তাঁর কোনো জানাশোনা ছিল না, দ্বিতীয়ত নিউজার্সির অরেঞ্জে যাওয়ার ট্রেন ভাড়া তাঁর কাছে ছিল না। এসব সমস্যা এরকম বাসনা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষকেই নিরুৎসাহিত করে তুলতো কিন্তু বার্নেস ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া।

বার্নেসের বাসনা কোনো সাধারণ কিছু ছিল না! তিনি এতোটাই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে, শেষে সিদ্ধান্ত নেন হাল না ছেড়ে বরং 'ব্লাইন্ড ব্যাগেজ' ভ্রমণ করবেন। এর মানে হলো, তিনি মালবাহী রেল গাড়িতে চড়ে ইস্ট অরেঞ্জে গিয়েছিলেন। তিনি মি. এডিসনের গবেষণাগারে পৌঁছে ঘোষণা করেন, আবিষ্কর্তার সঙ্গে বাণিজ্য করার মানসে এখানে এসেছেন। বার্নেসের সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের বিষয়ে পরে মি. এডিসন বলেছেন, 'সে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল, দেখতে লাগছিল নিতান্তই একজন ভবঘুরের মতো। তবে ওর চেহারার অভিব্যক্তিতে এমন কিছু ছিল যাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল সে যা পেতে এসেছে তা পাবার বিষয়ে বদ্ধপরিকর। মানুষের সঙ্গে দীর্ঘসময় কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানতে পারতাম কোনো মানুষ যখন কোনো কিছু গভীরভাবে পেতে

চায়, সে তা পাবার জন্য গোটা জীবন বাজি রাখতে পারে এবং সে অবশ্যই তা অর্জন করে। সে যা চাইছিলো আমি তা পাবার জন্য তাকে সুযোগ করে দিই। কারণ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ও যা চাইছে তা না পেয়ে ছাড়বে না, সে তার মন ঠিক করে ফেলেছিল এবং এ বিষয়ে ছিল অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এটাই প্রমাণ করে যে, আমি ওকে চিনতে ভুল করিনি।'

প্রথম সাক্ষাৎকারেই কিন্তু এডিসনের সঙ্গে পার্টনারশিপটি পেয়ে যাননি বার্নেস। তবে এডিসনের অফিসে কাজ করার সুযোগ লাভ করেন তিনি, যদিও বেতন ছিল অতি অল্প, কিন্তু এটা তাঁকে সুযোগ দেয় নিজের 'পণ্যদ্রব্য' তাঁর পার্টনারকে প্রদর্শিত করার। কয়েক মাস চলে যায়। দৃশ্যত বার্নেস তখন তাঁর প্রত্যাশিত লক্ষ্যের ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারেননি যেটির জন্য তিনি নিজের মনকে প্রস্তুত করেছিলেন সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য হিসেবে।

মনোবিজ্ঞানীরা যথার্থই বলেছেন, 'যখন কেউ কোনো কিছুর জন্য প্রকৃত অর্থেই প্রস্তুত হয়, এটি তখন একটি আকার লাভ করে। বার্নেস প্রস্তুত ছিলেন এডিসনের সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য। তাছাড়া তিনি ততদিন পর্যন্ত প্রস্তুত থাকার জন্য দৃঢ়সংকল্প ছিলেন যতদিন না তিনি যা খুঁজছেন তা পেয়ে যান।

তিনি নিজেকে একথা বলেননি যে, 'এসব করে লাভ কী? আমি বরং একজন সেলসম্যানের চাকরি খুঁজি। তিনি বরং নিজেকে বলেছেন, 'আমি এখানে এসেছি এডিসনের সঙ্গে কাজ করার জন্য, এতে যদি আমার সারাজীবনও চলে যায় তা-ও সই।'

সুযোগটি যখন এলো, ভিন্নরূপে তার আগমন ঘটলো। তবে এরকমটিই আশা করেছেন বার্নেস। সুযোগ অনেক সময় চুপিচুপি খিড়কির দুয়ার থেকে আসে। অনেকেই সেটি বুঝতে পারে না বলে সুযোগ নাগালে পেয়েও হারায়। মি. এডিসন তখন নতুন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, তখন নাম ছিল এডিসন ডিকটেটিং মেশিন (এখন সকলে চেনে এডিফোন হিসেবে)। তাঁর সেলসম্যানরা যন্ত্রটির বিষয়ে খুব একটা উৎসাহবোধ করেনি। তাদের ধারণা ছিল এটি খুব একটা বিক্রি হবে না। আর বার্নেস এ সুযোগটিই কাজে লাগান। অদ্ভুত দর্শন যন্ত্রটির বিষয়ে শুধু বার্নেস এবং তাঁর আবিষ্কর্তা ছাড়া অন্য কারো কোনো আগ্রহ ছিল না।

বার্নেস জানতেন তিনি এডিসন ডিকটেটিং মেশিনটি বিক্রি করতে পারবেন। তিনি এডিসনকে তা বলেনও এবং বিক্রির সুযোগ পেয়ে যান। তিনি মেশিনটি বিক্রি করেন। সত্যি বলতে কী বিক্রিতে এতোটাই সাফল্যের পরিচয় দেন তিনি যে এডিসন তাঁকে এটি সারা দেশে পরিবেশনা এবং বাজারজাত করার দায়িত্ব দেন। বার্নেস মেশিনটি বিক্রি শুরু করেন একটি স্লোগান দিয়ে। আর তা হলো : 'Made by Edison and installed by বার্নেস।'

দু'জনের এ ব্যবসায়িক মৈত্রী চলেছে ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। এ ব্যবসা বার্নেসকে শুধু ধনীই করেনি তিনি আরো ব্যাপক অর্থে আরেকটি বিষয় প্রমাণ করেন যে, যে কেউ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকলেই 'ভাবতে পারে এবং সমৃদ্ধশালী হতে পারে।'

বার্নেস ব্যবসা করে দুই বা তিন মিলিয়ন ডলার বা তারও বেশি হতো পেয়েছিলেন। তবে তিনি এর ফলে অনেক বড় একটি অ্যাসেট অর্জন করেন যা তার কাছে এই অর্থমূল্য কিছুই নয়। তিনি স্পর্শের অগম্য চিন্তার তাড়নাকে অর্জন করেন, তাঁর সুনির্দিষ্ট জ্ঞানই তাঁকে এটি অর্জনে সহায়তা করেছিলো।

বার্নেস আক্ষরিক অর্থেই নিজেকে বিখ্যাত এডিসনের সঙ্গে পার্টনারশিপ ব্যবসা করার কথা ভেবেছিলেন। নিজেকে তিনি একটি সম্পদ ভাবেন। শুরুতে তাঁর কাছে কিছুই ছিল না শুধু এই সামর্থ্যটি ছাড়া–তিনি যা চান তা জানতেন এবং যে আকাঙ্ক্ষাটি তাঁর মধ্যে ছিল তার বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকার মতো সংকল্প তাঁর ভেতরে ছিল। ব্যবসা শুরু করার টাকা ছিল না তাঁর। শিক্ষাদীক্ষারও তেমন বালাই ছিল না। কোনোরকম প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল না। তবে তাঁর ভেতরে ছিল ইনিশিয়েটিভ বা উদ্যম, বিশ্বাস এবং জিতবার ইচ্ছা। এই অকল্পনীয় শক্তিগুলোকে সঙ্গী করে তিনি বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীর এক নম্বর লোকে নিজেকে পরিণত করতে সমর্থ হন।

এবারে অন্য আরেকটি লোকের দিকে আমরা তাকাবো, যার ধনী হওয়ার প্রচুর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে তা হারায়। কারণ সে যা খুঁজছিল সেই লক্ষ্য থেকে মাত্র তিন হাত দূরে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো।

সোনা থেকে তিন হাত দূরে

ব্যর্থতার খুব সাধারণ একটি কারণ হলো সাময়িক পরাজয়েই হাল ছেড়ে দেয়া। প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনো সময় এ ভুলের অপরাধবোধে ভোগে।